ময়মনসিংহে শিক্ষকদের অনিয়মে পাঠদান ব্যাহত

নজরুল ইসলাম, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ

প্রকাশ: ২৩ মে, ২০২৬ ১৮:০০

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের অনেক শিক্ষক পরিবার নিয়ে জেলা সদরে বসবাস করায় যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারেন না। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদান কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

স্থানীয় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, উপজেলায় ২৩৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ হাজার ৫৪১ জন শিক্ষক এবং ১৫৯টি মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও মাদরাসা) প্রায় ২ হাজার ১০০ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক পরিবার নিয়ে ময়মনসিংহ জেলা সদরে বসবাস করেন। তারা প্রতিদিন ট্রেনে করে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করেন। ট্রেন বিলম্ব হলে বিদ্যালয়ে পৌঁছাতেও দেরি হয়।

আবার ছুটি হওয়ার আগেই ট্রেন ধরার তাড়ায় অনেকে আগেভাগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেন, ফলে পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

অভিযোগ রয়েছে, সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হলেও জেলা সদরে বসবাসকারী অনেক শিক্ষক ১০টা বা তারও পরে বিদ্যালয়ে পৌঁছান। উপজেলা সদর থেকে নিগুয়ারী, টাঙ্গাব, পাইথল ও দত্তেরবাজার ইউনিয়নের দূরত্ব প্রায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। জেলা সদরে বসবাসকারী শিক্ষকদের এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়ে পৌঁছাতে প্রায় ১১টা থেকে সাড়ে ১১টা বেজে যায়।

আবার দুপুর পৌনে ২টার ময়মনসিংহগামী অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস ও বিকেল সোয়া ৩টার মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেন ধরতে অনেক শিক্ষক ক্লাস শেষ হওয়ার আগেই তাড়াহুড়া করে স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হন। এতে বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিভাবক বলেন, বিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষার্থী এলো কি এলো না, ক্লাস করল কি না—এসব বিষয়ে শিক্ষকদের তেমন নজর নেই। তারা শুধু বেতন পেলেই হলো।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. আবু সাঈদ বলেন, ‘নির্ধারিত সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে পাঠদান করা বাধ্যতামূলক।

এর কোনো বিকল্প নেই। কোনো শিক্ষক দেরিতে উপস্থিত হলে এবং পাঠদানে গাফিলতি করলে তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

আরো পড়ুন

ধানের খলায় কাজ করার সময় বজ্রাঘাতে কৃষকের মৃত্যু

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) গোলাম মোস্তফা বলেন, ‘সব শিক্ষককে নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে অ্যাসেম্বলিতে অংশ নিতে হবে এবং রুটিন অনুযায়ী ক্লাস নিতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে জবাবদিহির আওতায় আনা হবে। দূরে বসবাসের অজুহাতে দেরি করার সুযোগ নেই।’